

আপনার প্রশ্ন নং ৩। কেন ঈমানদারদের অসংখ্য বিভাজন আছে? এটা কি তাদের দুর্বলতার পরিচায়ক নয়?

অনেকের কাছে সত্য যে "ঈমানদার ধর্ম"র অনেকগুলি বিভাজন রয়েছে এটি এর পক্ষে একটি চিহ্ন এবং এর নিন্দা নয়।

আপনি যুক্তির নিম্নলিখিত লাইনের সাথে একমত হতে পারেন কিনা দেখুন:

প্রতিটি মানুষ অনন্য, কোন দুটি ব্যক্তি একই রকম নয়। উদাহরণস্বরূপ, আসুন গজলের মতো সহজ এবং সম্ভাব্য মনোরম কিছু বিবেচনা করি। প্রায় সব মানুষ কোনো না কোনো আকারে গজল উপভোগ করেন। কিন্তু, বিভিন্ন গজল এর স্বাদ ভিন্ন। আপনি বিশেষভাবে উচ্চস্বরে বাদ্যযন্ত্র উপভোগ করতে পারেন এবং আমি আরও শান্ত বাদ্যযন্ত্রের অভিব্যক্তি পছন্দ করতে পারি, যেমন বীণা বনাম ট্রাম্পেট।

এই সত্য যে আমাদের বিভিন্ন গজলের স্বাদ আছে, এক অর্থে, আমাদের আলাদা করে। আমাদের প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসার কারণে, আমরা আমাদের প্রতিবেশীকে আতিথেয়তার জন্য আমাদের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাই না এবং ইচ্ছাকৃতভাবে গজল বাজানো যা আমরা জানি যে তাদের জন্য আপত্তিকর হবে কারণ আমরা একসাথে খাবার উপভোগ করার জন্য আমাদের টেবিলের চারপাশে বসেছিলাম।

সমস্ত সত্য ঈমানদার নিম্নলিখিত অমীমাংসিত সত্যগুলিতে একমত:

১। হজরত ঈসা আল্লাহর প্রিয় পুত্র। - মথি ১৭:৫

২। সব মানুষ গুনাহ করেছে এবং আল্লাহর প্রেমের নিখুঁত আইন থেকে দূরে পতিত হয়েছে - রোমিয় ৩:২৩

৩। গুনাহের উপযুক্ত বেতন মৃত্যু, কিন্তু আল্লাহর উপহার হল আমাদের প্রভু মসীহ হজরত ঈসাতে অনন্ত জীবন - রোমিয় ৬:২৩

৪। আল্লাহ পিতা আইনতভাবে জেরুজালেমে ক্রুশে হজরত ঈসার মৃত্যুকে ২০০০ বছর আগে গ্রহণ করেছিলেন যে কেউ হজরত ঈসাতে বিশ্বাস করবে তার গুনাহের জন্য নিখুঁত বিকল্প হিসাবে - রোমানস ১০:৯-১০; জন ১৯:৩০।

৫। আল্লাহ পিতা, শরিয়ত অনুযায়ী, হজরত ঈসার উপর তাদের সকলের গুনাহ দিয়েছেন, যারা তাঁর উপর নির্ভর করে এবং এহাওয়্যাবে, শরিয়ত মোতাবেক, হজরত ঈসার নিখুঁত ধার্মিকতার কৃতিত্ব দেন যারা তাঁর উপর নির্ভর করবে - মথি ১৭:৫; ২ করিন্থীয় ৫:২২।

৬। হজরত ঈসা মারা গিয়েছেন এবং কিতাবে আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল, তাকে একটি সমাধিতে রাখা হয়েছিল এবং তিন দিন পরে শারীরিকভাবে জীবিত হয়েছিলেন। - ইউহোন্না ১৯:২৮-৪২; ইউহোন্না ২০:১-৩০।

৭। যে কোনো ব্যক্তি, একজন মসীহ-অনুসারী হতে এবং তাদের মৃত্যুর পর বেহেস্তে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি "নতুন জন্ম" অনুভব করতে হবে। এটি সেই অতিপ্রাকৃতিক কার্যকলাপ যখন পাক রুহ মৃত "মানুষের গুনাহ-নির্দেশিত" হৃদয়কে একটি নতুন "অলৌকিক হৃদয়" দিয়ে প্রতিস্থাপন করেন যা এখন "ধার্মিকতার জন্য ক্ষুধা ও তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে এবং তাদের সমস্ত সন্ত্রাস দিয়ে পাক আল্লাহকে ভালবাসতে পারে।" প্রতিবেশীকে নিজের মতো করে মহৎত করো। - ইউহোন্না ৩:৩; মথি ৫:৬; মার্ক ১২:২৯-৩১।

৮। হজরত ঈসা দ্বিতীয়বার প্রভু এবং সমস্ত পৃথিবীর রাজা হিসাবে ফিরে আসবেন - প্রেরিত ১:১১

৯। যারা হজরত ঈসাতে ঈমান আনেন, তাকে নাজাত দাতা হিসাবে স্বীকার করে এবং তাকে তাদের প্রভু হিসাবে অনুসরণ করে, তাদেরও বেহেস্তে নিয়ে যাওয়া হবে যাতে অনন্তকালের জন্য নিখুঁত আনন্দে তাঁর সাথে বসবাস করতে পারে। - ইউহোন্না ৩:১৫-১৭।

১০। যারা হজরত ঈসা মসীহকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের সকলের গুনাহের জন্য বিচার করা হবে, নিন্দা করা হবে এবং দোজখে চিরস্থায়ী যন্ত্রণার শাস্তি হবে। - ইউহোন্না ৩:১৮-২১; প্রকাশিত কালাম ২০:১১-১৫।

১১। ঈমানদারগণ যখন হজরত ঈসাকে বেহেস্তে দেখবে, তখন আমরা তাঁর নিখুঁত সদৃশতায় রূপান্তরিত হব এবং পাক আল্লাহর উপস্থিতিতে নিখুঁত আনন্দ ও চিরকাল জীবন উপভোগ করব - ১ ইউহোন্না ৩:২; জবুর ১৬:১১

উপরের সমস্ত কিছু মসীহ-অনুসারীদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে।

তাহলে, ঠিক কি বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে? এর কিছু অংশ আমাদের প্রারম্ভিক ভিত্তিতে স্থাপন করা যেতে পারে যা যথাযথভাবে বলা যেতে পারে: আমাদের অনন্য **ব্যক্তিস্বের কারণে এবাদত পছন্দ।**

অনেক বিভক্তিতে সম্ভবত তাদের মূল এবাদতের ভিন্নতা রয়েছে। এটি সত্য ঈমানদারদের মূল বিশ্বাসগুলিকে বিভক্ত বা পরিবর্তন করে না, তবে এটি কেবল বিভিন্ন **এবাদত শৈলী** বা এবাদতের স্থানগুলির জন্য অনুমতি দেয়।

## আব্দুল - প্রশ্ন নং ৩

ব্যক্তিগতভাবে, ফিলিস এবং আমি অন্যান্য ঈমানদারদের সাথে আল্লাহর বিবৃত কালাম শোনার জন্য এবং একসঙ্গে আল্লাহর প্রশংসা গান করার জন্য বাড়িতে ছোট জমায়েতকে মূল্য দিই। অন্যান্য ঈমানদারগণ বড় বড় বিল্ডিংগুলিতে বড় জমায়েত দ্বারা সবচেয়ে বেশি উত্সাহিত হয়। কেন আমরা প্রত্যেকেই আমাদের পছন্দ প্রকাশ করে অনন্য ব্যক্তিস্ব।

আমরা উপরে ১০টি আলোচনার অযোগ্য সাধারণ মূল সত্যের সাথে সম্মত না হওয়া পর্যন্ত আমরা ভিন্ন পছন্দের জন্য কাউকে নিন্দা করি না।

এহাওয়্যাবে, আমাদের সকলের উচিত এবাদত বা সাধারণ জীবন পছন্দ সম্পর্কিত মসীহ-অনুসারীদের মধ্যে পাক রুহর অক্ষাংশের ঘোষণার সাথে একমত হওয়া উচিত। রোমীয় ১৪:৩-৫ আমিশভোজী যেন নিরামিশভোজীকে তুচ্ছ না করে এবং নিরামিশভোজী যেন আমিশভোজীর দোষ না ধরে, কারণ আল্লাহ তো সেই দু'জনকেই আপন করে নিয়েছেন। তুমি কে, যে অন্যের চাকরের বিচার কর? সে দাঁড়িয়ে আছে, না পড়ে গেছে, **তা তার মালিকই বুঝবেন।** কিন্তু সে দাঁড়িয়েই থাকবে, কারণ প্রভুই তাকে দাঁড় করিয়ে রাখতে পারেন। কারণ কাছে কোন একটা দিন অন্য একটা দিনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আবার কেউ সব দিনকেই সমান মনে করে। **এই ব্যাপারে কে কি করবে না করবে, তাতে যেন তার মন পুরোপুরিভাবে সায় দেয়।**

উপরেরটি মসীহের অনুসারীদের মধ্যে যে বিভাজনগুলি আসে তা বর্ণনা করে এবং এই ধরনের বিভাজন দূর থেকে একজন পর্যবেক্ষকের কাছে বোধগম্য করে তোলে।

আপনার প্রশ্নটি মসীহ-অনুসারীদের মধ্যে কিতাবের মতবিরোধের কারণে আপাতত বিভাজনের বিষয়ে আরও কঠিন সত্যকে কভার করে।

যথারীতি, হজরত ঈসা নিখুঁতভাবে বলেছেন, তাই আমাদের কেবল তাঁর কথাগুলি উদ্ধৃত করাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে:

- মখি ১৩:২৪-৩০ পরে ঈসা লোকদের শিক্ষা দেবার জন্য আর একটা গল্প বললেন। গল্পটা এই: “বেহেশতী রাজ্য এমন একজন লোকের মত যিনি নিজের জমিতে ভাল বীজ বুনলেন। পরে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ল তখন সেই লোকের শত্রু এসে গমের মধ্যে শ্যামাঘাসের বীজ বুনল চলে গেল। শেষে গমের চারা যখন বেড়ে উঠে ফল ধরল তখন **তার মধ্যে শ্যামাঘাসও দেখা গেল।** তা দেখে বাড়ীর গোলামেরা এসে মালিককে বলল, ‘আপনি কি জমিতে ভাল বীজ বোনের নি? তবে শ্যামাঘাস কোথা থেকে আসল?’ “তিনি তাদের বললেন, ‘কোন শত্রু এটা করেছে।’ “গোলামেরা তাঁকে বলল, ‘তবে আমরা গিয়ে সেগুলো তুলে ফেলব কি?’ “তিনি বললেন, ‘না, শ্যামাঘাস তুলতে গিয়ে তোমরা হয়তো ঘাসের সংগে গমও তুলে ফেলবে। ফসল কাটবার সময় পর্যন্ত ওগুলো একসঙ্গে বাড়তে দাও। যারা ফসল কাটে, আমি তখন তাদের বলব যেন তারা **প্রথমে শ্যামাঘাসগুলো জড়ো করে পোড়াবার জন্য আঁটি আঁটি করে বাঁধে**, আর তার পরে গম আমার গোলায় জমা করে।’ ”

আমাদের কাছে বুঝায় এমন একটি ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য, আসুন দুটি সংজ্ঞা দিয়ে শুরু করি যাতে আমরা সবাই একমত হতে পারি। ১) পেশা বনাম ২) দখল।

১। পেশা = একজনের একটি নির্দিষ্ট অনুভূতি বা গুণ আছে তা ঘোষণা করার একটি কাজ, হটাৎ করে এটি হয় না।

২। দখল = কিছু থাকার, মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ করা।

মসীহের অনেক "অধ্যাপক" আছে, কিন্তু মসীহের "অধিপতি" কম! - মখি ২২:১৪ গল্পের শেষে ঈসা বললেন, “এইজন্য বলি, **অনেক** লোককে ডাকা হয়েছে কিন্তু **অল্প** লোককে বেছে নেওয়া হয়েছে।”

সত্য: শয়তান যখন গুনাহ করেছিল এবং আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, তখন অনেক ধর্মতাত্ত্বিক মনে করেন যে যে তিনি তার বিদ্রোহে সৃষ্ট ফেরেশতাদের ১/৩ জনকে তার সাথে নিয়েছিল - প্রকাশিত কালাম ১২:৩-৪, ৯ (যেমন মার্ক ৯:২৫)।

বেহেশতের সময় থেকে যখন শয়তান এবং তার ফেরেশতারা পাক সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল, আল্লাহ যা কিছু পছন্দ করেন, তারা ঘৃণা করতে থাকে। আল্লাহ তাঁর মানব সৃষ্টিকে ভালবাসেন কিন্তু শয়তান আদম + হাওয়া সহ সমস্ত মানবতাকে ঘৃণা করে।

## আব্দুল - প্রশ্ন নং ৩

শয়তান ও তার দুর্নীতিবাজ অনুসারীদের ইচ্ছা: আল্লাহ থেকে মানুষের বিচ্ছেদ এবং মানুষ থেকে মানুষের বিচ্ছেদ। এই কাজটি প্রাথমিকভাবে প্রতারণা এবং মিথ্যা দ্বারা সম্পন্ন করা হয়।

ইউহোন্না ৮:৪৪ **ইবলিসই আপনার পিতা** আর আপনারা তারই সন্তান; সেইজন্য আপনারা তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে চান। ইবলিস প্রথম থেকেই খুনী। সে কখনও সত্যে বাস করে নি, কারণ **তার মধ্যে সত্য নেই।** সে যখন মিথ্যা কথা বলে তখন সে তা নিজে থেকেই বলে, কারণ সে মিথ্যাবাদী আর সমস্ত মিথ্যার জন্ম তার মধ্য থেকেই হয়েছে।

কাউকে ধোঁকা দেওয়ার সেরা উপায় কী? আসলটির কাছাকাছি যান এবং একটি কাউন্টারফেইট কপি তৈরি করুন। শেষ পর্যন্ত একজন বিশেষজ্ঞ কর্তৃক পরীক্ষা করা হলে জালটি ব্যবহারহীন প্রমাণিত হবে। যে নকলের উপর ভরসা করে সে সব হারিয়ে ফেলে, তার কোন উপায় নেই কারণ সে মিথ্যা কিছুতে প্রতারণিত হয়েছে এবং ঈমান এনেছে।

শয়তান প্রথমে হাওয়াকে আল্লাহর আদেশ সম্পর্কে মিথ্যা বলে প্রতারণা করেছিল: পয়দায়েশ ৩:৪-৫ তখন সাপ স্ত্রীলোকটিকে বলল, “কখনও না, কিছুতেই তোমরা মরবে না। আল্লাহ জানেন, যেদিন তোমরা সেই গাছের ফল খাবে সেই দিনই তোমাদের চোখ খুলে যাবে। তাতে নেকী-বদীর স্ত্রান পেয়ে তোমরা আল্লাহর মতই হয়ে উঠবে।”

অবশ্যই আমরা জানি আল্লাহ মিথ্যা বলতে পারেন না। আদম ও হাওয়া উভয়েই মারা গিয়েছিল ঠিক যেমনটি ঘটবে বলে ঘোষণা করেছিলেন।

এটি হজরত ঈসা ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে খ্রিস্টান সত্যের সাথে ঘটবে: মার্ক ১৩:৫-৬ ঈসা তাঁদের বললেন, “দেখো, কেউ যেন তোমাদের না ঠকায়। অনেকেই আমার নাম নিয়ে এসে বলবে, ‘আমিই সেই’ এবং অনেককে ঠকাবে।

পৌল, পাক রুহর মাধ্যমে, আরও ব্যাখ্যা করেছেন: ২ করিন্থীয় ১১:১৩-১৫ আসলে ঐ রকম লোকেরা তো ভগ্ন সাহাবী এবং ঠগ কর্মচারী। নিজেদের মসীহের সাহাবী বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে তারা নিজেদের বদলে ফেলে। এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, কারণ শয়তানও নিজেকে নূরে পূর্ণ ফেরেশতা বলে দেখাবার উদ্দেশ্যে নিজেকে বদলে ফেলে। তাহলে যারা শয়তানের সেবা করে তারা যদি নিজেদের বদলে ফেলে দেখায় যে, তারা ন্যায়ের সেবা করছে তবে তাতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে? তাদের কাজের যা পাওনা শেষে তারা তা-ই পাবে।

সত্য: শয়তান এবং তার ফেরেশতারা আল্লাহকে ঘৃণা করে এবং সত্য ঈমানদারদের ঘৃণা করে। সম্ভাব্য ক্ষতি এবং ছড়িয়ে থেকে ঈমানদার বিশ্বাস ধ্বংস করার সর্বোত্তম উপায় হল মিথ্যা ঈমানদার তৈরি করা। এই মিথ্যা প্রতারণা প্রায় সবসময় মসীহধর্মের নামে মিথ্যা ধর্মীয় ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য চিহ্নিত করা যেতে পারে। এই সিস্টেমগুলি সাধারণত কিছু নেতা, পুরুষ বা মহিলা দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়, যারা নিজেদের লাভের জন্য কিতাবের ভুল ব্যাখ্যা করে। এই মিথ্যা নেতার সাধারণত তাদের ভুলের অনুগামীদের লাভ করার চেষ্টা করে "সরাসরি আল্লাহর কাছ থেকে তাদের দেওয়া কিতাবের কিছু নতুন উদ্ঘাটন ঘোষণা করে"। আমরা ঐতিহাসিকভাবে লক্ষ্য করেছি, প্রায় সবসময় এই ধরনের "মিথ্যা শিক্ষক" অবশেষে দুঃখজনক অনৈতিকতা এবং লাভের মধ্যে পড়ে যা তারপর প্রকাশ্যে ঘোষণা করে যে তারা প্রকৃতপক্ষে, "ভাল বীজ" এর সাথে শয়তানের দ্বারা রোপণ করা "শুধু"।

এই কারণেই দর্শকদের কাছে মসীহধর্মকে ভাঙ্গা, দুর্বল এবং অসংখ্য বিভাজন বলে মনে হয়। এটি কেবল সত্য যে অনেক, যদি বেশিরভাগই না হয়, ঈমানদার এবং ঈমানদার সম্প্রদায়গুলি কেবল মসীহের নামের "অধ্যাপক" এবং প্রকৃতপক্ষে "পুনরায় জন্ম" হয়নি এবং মসীহের "স্বাধিকারী" হয়ে উঠেছে এবং পাক রুহ দিয়েছে। যদিও এই সত্যটি হতবাক হতে পারে, তবে এটি আসলে নিশ্চিত করে যে হজরত ঈসা বিভিন্ন মাটির দৃষ্টান্তে যা শিখিয়েছিলেন:

- মথি ১৩:১-৯ সেই দিনই ঈসা ঘর থেকে বের হয়ে সাগরের ধারে গিয়ে বসলেন। তাঁর কাছে এত লোক এসে জমায়েত হল যে, তিনি একটা নৌকায় উঠে বসলেন, আর সমস্ত লোক সাগরের ধারে দাঁড়িয়ে রইল। তখন তিনি গল্পের মধ্য দিয়ে অনেক বিষয় তাদের শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি বললেন, “একজন চাষী বীজ বুনতে গেল। বুনবার সময় কতগুলো বীজ পথের পাশে পড়ল আর পাখীরা এসে তা খেয়ে ফেলল।

## আব্দুল - প্রশ্ন নং ৩

**কতগুলো বীজ পাথুরে জমিতে পড়ল।** সেখানে বেশী মাটি ছিল না। মাটি গভীর ছিল না বলে তাড়াতাড়ি চারা গজিয়ে উঠল, কিন্তু সূর্য উঠলে পর তা পুড়ে গেল এবং শিকড় ভাল করে বসে নি বলে শুকিয়ে গেল। আবার কতগুলো বীজ কাঁটাঘরের মধ্যে পড়ল। তাতে কাঁটাগাছ বেড়ে উঠে চারাগুলো চেপে রাখল। আর কতগুলো বীজ ভাল জমিতে পড়ে কোনটাতে একশো গুণ, কোনটাতে ষাট গুণ আর কোনটাতে ত্রিশ গুণ ফসল জন্মাল।” গল্পের শেষে ঈসা বললেন, “যার শুনবার কান আছে সে শুনুক।”

দ্রষ্টব্য: হজরত ঈসা তাঁর নিজের সম্পর্কে সত্যের কথা বলছিলেন। একই তথ্য সমস্ত লোকের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মাত্র ১/৪ জনের কাছে "ভাল মাটি" ছিল যাতে সত্যের বীজ শিকড় ধরেছিল এবং প্রচুর ফসল উৎপন্ন করেছিল [বেহেস্তে গুনাহ এবং অনন্ত জীবন থেকে নাজাত]।

প্রিয় বন্ধু আব্দুল, আপনার প্রশ্নটি ভাল এবং অবশ্যই বিভ্রান্তিকর হতে পারে। পতিত, গুনাহে ভরা নারী ও পুরুষের নিজের কাছে ফিরে আসার আল্লাহর নাজাত এবং পুনর্মিলনের পুরো পরিধি বিবেচনা করে এর উত্তর খুব সহজে দেওয়া যেতে পারে: সমস্ত মানবজাতি অজুহাত ছাড়াই! আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তির কাছে নিজেকে প্রকাশ করেছেন। হজরত ঈসা মসীহ সম্পর্কে সত্যের বীজ প্রতিটি মানুষের হৃদয় স্পর্শ করার জন্য সারা বিশ্বে পাঠানো হয়েছে।

- রোমীয় ১:২০-২১ আল্লাহর যে সব গুণ চোখে দেখতে পাওয়া যায় না, অর্থাৎ তাঁর চিরস্থায়ী ক্ষমতা ও তাঁর খোদায়ী স্বভাব সৃষ্টির শুরু থেকেই পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠেছে। তাঁর সৃষ্টি থেকেই মানুষ তা খুব বুঝতে পারে। এর পরে মানুষের আর কোন অজুহাত নেই। মানুষ তাঁর সম্বন্ধে জানবার পরেও আল্লাহ হিসাবে তাঁর প্রশংসাও করে নি, **তাকে কৃতজ্ঞতাও জানায় নি।** তাদের চিন্তাশক্তি অসার হয়ে গেছে এবং তাদের বুদ্ধিহীন দিল অন্ধকারে পূর্ণ হয়েছে।

হজরত ঈসা মসীহ সম্পর্কে সত্য শোনার পর প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয়ের মাটি কোনটি আছে তা নির্ধারণ করা বাকি থাকে। হজরত ঈসা মসীহের সত্যতা সম্বন্ধে যে কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যেতে পারে এমন একটি স্পষ্ট ব্যাখ্যা আপনি এখন শুনেছেন। এখন যা বাকি আছে তা হল এই প্রশ্ন: আপনি যে তথ্য পেয়েছেন তা দিয়ে আপনি কী করবেন? এটি কি মাথার জ্ঞান হিসাবে থাকবে, নাকি এটি অনন্ত জীবনের জন্য প্রস্তুত হৃদয় জ্ঞান হয়ে যাবে?

আপনি এমনকি এই মহান প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন যে সত্য যে পাক রুহ স্পষ্টভাবে আপনার কাছে হজরত ঈসা মসীহ প্রমাণ প্রকাশ করছেন। শীঘ্রই, আপনি "হৃদয় মাটি" এর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত নেবেন।

আপনি হয় ২৫% যারা ফল উৎপাদন করেন তাদের একজন হয়ে যাবেন অথবা আপনি আমাদের সাথে আর যোগাযোগ না করা বেছে নেবেন। রাস্তার সিদ্ধান্তের এই কাঁটাটি হজরত ঈসা মসীহে বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ হয়।

কখনও কখনও অবিশ্বাস মূল্যের উপলব্ধির উপর ভিত্তি করে যা হজরত ঈসাকে বিশ্বাস করতে এবং অনুসরণ করতে দিতে হবে। মসীহ-অনুসারী হওয়ার জন্য আত্মসমর্পণ প্রয়োজন। অনেকে নির্ধারণ করে যে "একজন সত্যিকারের মসীহ-অনুসারী হওয়ার মূল্য" [কিছু ঈমানদার সম্প্রদায় বা গির্জায় যোগদান করা নয়] এবং শয়তান এবং তার অনুসারীদের ক্রোধের মুখোমুখি হওয়ার মূল্য দিতে হবে না।

আপনার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে আপনি আপনার নিজের হৃদয়ে নিশ্চিত হবেন যে আপনি প্রকৃতপক্ষে "ভাল মাটি" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছেন এবং **নতুন করে জন্মগ্রহণ** করেছেন কারণ আপনি অপ্রতিরোধ্য আনন্দ পাবেন বা আপনি অন্ধকারে এবং ক্রমবর্ধমান হতাশার দিকে চলে যাবেন যখন আপনি আপনার জীবন শেষের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

হজরত ঈসার ঘোষণা অনুসারে জাল্লাত লাভের একমাত্র উপায় রয়েছে: ঈসা নীকদীমকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যিই বলছি, **নতুন করে জন্ম না হলে** কেউ আল্লাহর রাজ্য দেখতে পায় না।" ইউহোন্না ৩:৩ আল্লাহ যাঁকে পাঠিয়েছেন তিনি আল্লাহরই কথা বলেন, কারণ আল্লাহ তাঁকে পাক-রুহ মেখে দেন না। পিতা পুত্রকে মহব্বত করেন এবং তাঁর হাতে সমস্তই দিয়েছেন। **যে কেউ পুত্রের উপর ঈমান আনে সে তখনই অনন্ত জীবন পায়**, কিন্তু যে পুত্রকে অমান্য করে সে সেই জীবন কখনও পাবে না, **বরং আল্লাহর গজব তার উপরে থাকবে।** ইউহোন্না ৩:৩৪-৩৬